আপনাদের নির্দেশে ইলিয়াস আলীকে গুম করলাম, এখন এমন আচরণ কেন’



ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে গুমের ঘটনায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের সম্পৃক্ততার অভিযোগ নতুন করে সামনে এসেছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তিতর্কে এক সাক্ষীর জবানবন্দির বরাতে একটি কথিত ফোনালাপের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ওই কথোপকথনে জিয়াউল আহসানকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনাদের কথামতো ইলিয়াস আলীকে গলফ (গুম) করলাম। এখন আপনারা এমন করলে হবে?’

২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল নিখোঁজ হন বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী। একই দিন থেকে তাঁর গাড়িচালক আনসার আলীরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রায় ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁদের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য মেলেনি।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে মামলার যুক্তিতর্কে এসব তথ্য তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। শতাধিক গুম, খুন ও হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত সাবেক এই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের দাবি, ইলিয়াস আলীকে অপহরণের পরিকল্পনা ও ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত রয়েছে সাক্ষ্য এবং কথিত ফোনালাপে।

রাষ্ট্রপক্ষের পঞ্চম সাক্ষী সেনাসদস্য ইমরুল কায়েস একসময় জিয়াউল আহসানের ব্যক্তিগত বডিগার্ড বা রানার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর জবানবন্দি অনুযায়ী, ২০১২ সালের ১৩ এপ্রিল রাতে র‍্যাব সদর দপ্তর থেকে একটি মাইক্রোবাসে জিয়াউল আহসান, মেজর নওশাদ, স্কোয়াড্রন লিডার সাইফসহ কয়েকজন মহাখালী ফ্লাইওভারের দিকে যান।

কেন সেখানে যাওয়া হয়েছিল বা কাকে গাড়িতে তোলার কথা ছিল, তা ইমরুল কায়েস জানতেন না। তবে গাড়িতে থাকা অবস্থায় জিয়াউল আহসানকে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে লক্ষ্য ব্যক্তি কখন সেখানে আসবেন, তা জানতে চাইতে দেখেন বলে জবানবন্দিতে উল্লেখ করা হয়েছে। একপর্যায়ে তাঁরা জানতে পারেন, সেদিন ওই ব্যক্তি আসবেন না। পরে জিয়াউল আহসানকে বাসায় নামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর নয় দিনের ছুটিতে যান ইমরুল কায়েস।

ছুটিতে থাকাকালে গণমাধ্যমে ইলিয়াস আলী অপহরণের খবর জানতে পারেন তিনি। ২৩ এপ্রিল কর্মস্থলে ফিরে র‍্যাব সদর দপ্তরের পরিবেশে অস্বাভাবিকতা দেখতে পান বলে তাঁর জবানবন্দিতে উল্লেখ রয়েছে। সহকর্মীদের কাছ থেকে অস্ত্রের ইন-আউট রেজিস্টার ও সিসিটিভি ফুটেজ নষ্ট করে ফেলার অভিযোগের কথাও জানতে পারেন।

এ ছাড়া তাঁর নজরে আসে, নিয়মিত সকাল ৯টার পরিবর্তে ১৮ এপ্রিল থেকে সকাল ৭টায় ফল-ইন বা রোল কল শুরু হচ্ছে। জিয়াউল আহসানও টানা কয়েক দিন এতে উপস্থিত ছিলেন। একদিন ফল-ইনের সময় ফোনে কথা বলার মধ্যে তাঁর কাছে আরেকটি কল আসে। তখন অপর প্রান্তের ব্যক্তিকে তিনি বলেন, ‘তুই রাখ, তারেক স্যার ফোন দিয়েছেন।’

রাষ্ট্রপক্ষের দাবি, এরপর তারিক আহমেদ সিদ্দিকের সঙ্গে জিয়াউল আহসানের কথোপকথনটি ইলিয়াস আলী গুমের ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ। ইমরুল কায়েসের জবানবন্দি উদ্ধৃত করে চিফ প্রসিকিউটর আদালতকে জানান, ওই ফোনালাপে জিয়াউল আহসান বলেন, ‘স্যার, আপনাদের কথামতো ইলিয়াস আলীকে গলফ (গুম) করলাম। এখন আপনারা এমন করলে হবে? এর চেয়ে আমি কমান্ডো মানুষ, আমাকে জঙ্গলে পোস্টিং দিয়ে দেন। এটাই আমার জন্য ভালো।’

রাষ্ট্রপক্ষের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কথোপকথনে ‘গলফ’ শব্দটি গুম বা অপহরণের সাংকেতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ইমরুল কায়েস নিজ কানে জিয়াউল আহসান ও তারিক আহমেদ সিদ্দিকের কথোপকথন শুনেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের মতে, এই বক্তব্যে ইলিয়াস আলীকে অপহরণের বিষয়ে স্বীকারোক্তির উপাদান রয়েছে।

যুক্তিতর্ক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তুলে বলেন, তাঁর মতো অপরাধীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ জিয়াউল আহসানের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আবেদন জানিয়েছে।

গুম ও হত্যার অভিযোগের পক্ষে একাধিক সাক্ষীর জবানবন্দি ও অন্যান্য তথ্য-প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করেছে রাষ্ট্রপক্ষ। এদিকে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিচারের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে চিফ প্রসিকিউটর জানান, দলটির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।